ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম, ফেলো, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি
অধ্যাপক (গ্রেড-১) এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (২০১৯-২০২১)
ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
ফোন নম্বরঃ ০১৭১৪০০১৪১৪
National ID: 464 893 3473
Email: tofazzalislam@bsmrau.edu.bd
Website: https://ibge.bsmrau.edu.bd/tofazzalislam/
https://www.facebook.com/tofazzal.islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Md._Tofazzal_Islam

বাংলাদেশের অন্যতম জীবপ্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার শশই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৬৬ সালের ২০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন । তার বাবা মো. বজলুর রহমান (মৃত) এবং মা খালেদা খানম। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরকৃবি) ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (আইবিজিই)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (২০১৯-২০২১) এবং বর্তমান গ্রেড-১ অধ্যাপক।

মো. তোফাজ্জল ইসলামের পড়াশুনার হাতেখড়ি নিজ গ্রামের শশই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৮২ সালে সাতবর্গ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজে। তিনি ১৯৮৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিতে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে স্নাতক পর্যায়ে সকল অনুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ১৯৮৮ সালে বি.এসসি.এজি (অনার্স) (১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে এম.এসসি.এজি (১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত) পরীক্ষায় কৃষি অনুষদের সকল বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কৃষি রসায়ন বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। জাপান সরকারের মনবুশো বৃত্তি নিয়ে তিনি ১৯৯৯ সালে জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মলিকুলার বায়োলজি এবং প্রতিবেশ রসায়নে এ গ্রেডে পুণরায় এমএস এবং ২০০২ সালে ফলিত জীববিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার দীর্ঘ শিক্ষা ও গবেষণা জীবনে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক পোস্ট-ডক এবং ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। তন্মধ্যে জাপানের হোক্কাইডো (২০০৩-২০০৫) এবং গিফু বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৫), জার্মানির গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৭-২০০৯), যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৩) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৭-২০১৮) উল্লেখযোগ্য। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, বিভিন্ন সেমিনার এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ফ্রান্স, ইতালি, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, জ্যামাইকা, ইরান, ভারত, ফিজি এবং নেপাল ভ্রমণ করেছেন।

কৃষি অনুষদে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করার পরও শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে ড. তোফাজ্জল ইসলাম ১৯৯২-৯৪ সাল পর্যন্ত চারবার মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে যোগদান করা থেকে বঞ্চিত হন। ফলে ১৯৯৪ সালে কর্মজীবন শুরু করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) একজন প্রভাষক হিসেবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে "কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন অনুষদ" প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ভারপ্রাপ্ত ডীন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি বাউবি'র বোর্ড অব গভরনর্স-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৪-২০১০ সাল পর্যন্ত বাউবি'র একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি তিনি বাউবিতে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

ড. তোফাজ্জল ইসলাম ২০১০ সালের ১ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এমএস এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) (২০১২-২০১৩) এবং পরিচালক (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) (২০১৭) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রকল্প সহায়তায় তিনি জীবপ্রযুক্তি ও জিন প্রকৌশল নিয়ে গবেষণার জন্য বশেমুরকৃবি-তে বিশ্বমানের ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন এবং ২০১৯ সালে ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (আইবিজিই) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ড. তোফাজ্জল ইসলামের তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত ৪২ জন এমএস, ৪ জন পিএইচডি এবং ৪ জন গবেষক পোস্ট-ডক গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তার গবেষণা টিমে দুই (২) জন পোস্ট-ডক, দুই (২) জন পিএইচ ডি এবং ৮ জন এমএস গবেষক কাজ করছেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, জাপান, চীন, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার অনেক বিশ্ব খ্যাত বিজ্ঞানীর সাথে তিনি যৌথভাবে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছেন।

নিজ কর্মস্থল ছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তন্মধ্যে, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য (২০১৪-২০১৬), হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য (২০১২-২০১৭), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ লাইফ সাইন্স এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য (২০১১-২০১৩) এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের এডজাঙ্কট প্রফেসর (২০১৪-২০১৭) হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি জেএসপিএস এলামনাই এসোসিয়েশন (২০১১-২০১৩) এবং এসোসিয়েশন অব আলেক্সান্ডার ফন হুমবোল্ড ফেলোজ বাংলাদেশ (২০১১-২০১৮) এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বাংলাদেশে চারটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম আয়োজন করেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকান সোসাইটি ফর মাইক্রোবায়োলজি, আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দ্যা আডভান্সমেন্ট অব সায়েন্সস, এক্সপার্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অব হুইট ইনিসিয়েটিভ, ডিভসীক ইন্টারন্যাশনাল, কেআইবিসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বহু পেশাজীবী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।

বাংলাদেশে আধুনিক বায়োটেকনোলজির প্রয়োগে কৃষিতে একটি নতুন বিপ্লব সাধনে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, তাদের মধ্যে অধ্যাপক ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম অন্যতম। ২০১৬ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৮ জেলায় ১৫,০০০ হেক্টর জমিতে ঘটে যাওয়া গমের মহামারীর সংকটকালে তিনিই প্রথম রোগজীবাণু ছত্রাকটির জীবনরহস্য বিশ্লষণের মাধ্যমে গমের শত্রু চিহ্নিত করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ঐ যুগান্তকারী গবেষণায় তিনি চারটি মহাদেশের ৩১ জন বিজ্ঞানীকে সম্পৃক্ত করে একটি জাতীয় সমস্যার সমাধান করেন। তার এ আবিষ্কারের ফলে রোগটির মোকাবিলা করার জন্য কৃষকদের যথাযথ পরামর্শ দেওয়ায় পরবর্তী বছর গম ফসলের ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হয়। বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকী গমের ব্লাস্ট রোগটি মোকাবেলায় তিনি জিন এডিটিং, ন্যানোটেকনোলজি, প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াসহ আধুনিক বায়োটেকনোলজি প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছেন। তার নেতৃত্বে বর্তমানে ১২ সদস্যের একটি গবেষকদল আইবিজিই-তে নতুন জীবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিয়োজিত আছে। এ ছাড়া গবেষণায় দেশি-বিদেশি অনেক সংস্থাকে তিনি যুক্ত করতে সফল হয়েছেন। সম্প্রতি, তিনি গমের ব্লাস্ট রোগ দ্রুত শনাক্তকরনের জন্য একটি সহজ জীবপ্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন, যা বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের গম আমদানি-রপ্তানিতে (সঙ্গনিরোধে), গবেষণায় এবং কৃষকের মাঠে ব্যাপক ব্যবহার হবে। এ ছাড়াও তিনি ধান এবং স্ট্রবেরি-তে রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে সাশ্রয়ী প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া প্রযুক্তি আবিষ্কার করে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ভেষজ উদ্ভিদ এবং অণুজীব থেকে এ পর্যন্ত তিনি ৫০টির অধিক নতুন প্রাকৃতিক যৌগ বা এন্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন।

উচ্চ ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং পুস্তকে তার ২৫০টির অধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা সংস্থা স্প্রিঞ্জার, এলসেভিয়ার, সিএবিআই, সিআরসি এবং অন্যান্য প্রকাশনী থেকে তার সম্পাদনায় মোট ৯টি বই প্রকাশিত হয়েছে। ড. তোফাজ্জল ইসলামের গুগল স্কলার সাইটেশন ৩,৮৮৫-এর বেশি (যা বাংলাদেশের সকল বায়োটেকনোলজিস্টদের মধ্যে সর্বোচ্চ) এবং রিসার্চগেইট স্কোর প্রায় ৪৩.৪২। তিনি *PLOS One*-সহ বিশ্বখ্যাত অনেক জার্নালের সম্পাদক এবং স্প্রিঞ্জার প্রকাশিত দুটি সিরিজ বইয়ের (*CRISPR-Cas Methods* এবং *Bacilli and Agrobiotechnology*) চীফ এডিটর। একজন কৃতি বিজ্ঞানী হিসেবে তার জীবন বৃত্তান্ত বিশ্ব জ্ঞানকোষ উইকিপিডিয়া-তে স্থান লাভ করেছে।

অধ্যাপনা এবং গবেষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ প্রফেসর তোফাজ্জল ইসলাম ২০১৬ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। মৌলিক গবেষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ দেশে-বিদেশে তিনি অনেক পুরষ্কার, মেডেল এবং এওয়ার্ড লাভ করেন। তন্মধ্যে, জীববিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য জ্যেষ্ঠ ক্যাটাগরিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী স্বর্ণপদক-২০১১ (২০১৪ সালে প্রদত্ত), মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট এর কাছ থেকে আইডিবি ইনোভেশন এওয়ার্ড-২০১৮, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ভোকেশনাল এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৭, জীবনরহস্য বিশ্লেষণপূর্বক গমের ব্লাস্ট রোগের উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের জন্য কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট থেকে কমনওয়েলথ ইনোভেশন এওয়ার্ড-২০১৯, কেআইবি বেস্ট প্রেজেন্টার পুরস্কার-২০১৬, কৃষি বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পরপর দু'বার (২০০৪ এবং ২০০৭) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গবেষণা এওয়ার্ড এবং জাপানের জেএসবিবিএ শ্রেষ্ঠ তরুণ বিজ্ঞানী পদক-২০০৩ উল্লেখযোগ্য।

তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করার জন্য ফুলব্রাইট ভিজিটিং স্কলার ফেলোশিপ (২০১৭-২০১৮), যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য কমনওয়েলথ ফেলোশিপ (২০১২), জার্মানীর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য বিশ্বখ্যাত আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ড ফেলোশিপ (২০০৭-২০০৯) এবং জাপান সরকার কর্তৃক হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণার জন্য জেএসপিএস ফেলোশিপ (২০০৩-২০০৫) লাভ করেন। এছাড়া তিনি স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃষি অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক-১৯৮৯, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বৃত্তি, স্নাতক শ্রেনীতে কৃষি অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর পুরস্কার এবং প্রফেসর এ করিম মেমোরিয়াল এওয়ার্ডসহ বিভিন্ন এওয়ার্ড/পুরস্কার অর্জন করেন

ছবি-১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি স্বর্ণপদক-২০১১ দিচ্ছেন অধ্যাপক ড. মো. তোফাজ্জল ইসলামকে (২০১৪ সালে প্রদত্ত) ।

ছবি-২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট এর নিকট থেকে আইডিবি ইনোভেশন এওয়ার্ড-২০১৮ গ্রহণ।

ছবি-৩: গমের ব্লাস্ট রোগের জীবনরহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে রোগজীবাণুটির উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের জন্য সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ (২০১৬)।

ছবি-৪: কেআইবি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স-২০১৬ এ শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য সাবেক সিনিয়র কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ (বর্তমান চেয়ারম্যান, দুদক) এবং ব্রি'র সাবেক ডিজি ড. ভাগ্য রানী বণিক এর নিকট থেকে সম্মাননা গ্রহণ।

অধ্যাপনা, গবেষণা এবং লেখালেখি ছাড়াও প্রফেসর তোফাজ্জল ইসলাম বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও যুক্ত আছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন সংগঠনের তিনি নেতৃত্ব দেন । তিনি পরপর দু'বার (২০২০ এবং ২০২১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক। এ ছাড়াও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এর কোষাধ্যক্ষ (২০১২) এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য (১৯৯৬, ২০১০), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক (১৯৯৫-১৯৯৬) এবং বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য (২০১৭-২০২১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত একজন শিক্ষক ও গবেষক নেতা। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তিনি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৯০-১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ নাজমুল আহসান হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি নির্বাচিত হন ।

অধ্যাপক, গবেষক, লেখক এবং সংগঠক হিসেবে ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম তরুণ সমাজের নিকট একজন রোল মডেল। দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিতে এবং সর্বাধুনিক টেকসই কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবনে তিনি একজন ত্যাগী এবং জনপ্রিয় শিক্ষক ও গবেষক। তিনি গমের ব্লাস্ট রোগসহ কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি অণুজীবের জীবনরহস্য বিশ্লেষণ করে জিনোম গবেষণায় একজন পথিকৃৎ হিসেবে দেশে এবং বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনিই প্রথম বিপ্লব সৃষ্টিকারী নোবেল প্রাইজ জয়ী জিন এডিটিং প্রযুক্তি বাংলাদেশের কৃষিতে সফল ব্যবহার করে চলেছেন। তার স্ত্রী ড. হাসনা হেনা বেগম একটি বেসরকারী সংস্থার উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং একমাত্র পুত্র তাহসিন ইসলাম সাকিফ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশুনা করছেন।